বিজ্ঞানমনস্ক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে

২৮
ফেব্রুয়ারী

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

পালন করুন

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

সুধী,

আপনি জানেন, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় সূচিত হয়েছিল, নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রামন "Raman Effect" আবিস্কার করেছিলেন। স্বাধীন দেশে দেশবাসীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারনা প্রসারের উদ্যশ্যে ১৯৮৬ সালে এই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসাবে পালনের জন্য। তারপর থেকে আমাদের দেশে ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিনটি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। আজ দেশে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার এখনও যে তেমন হয়নি, তা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। অজ্ঞ নিরক্ষরদের বাদ দিলে, সমাজে বহু ডিগ্রিধারী শিক্ষিতরাও সংস্কার, গোঁড়ামি, জ্যোতিষ, পুরাণ, কালা জাদু, এমনকি ওঝা গুনিন ইত্যাদি অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এর কারন কী?

পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ নির্ভর যুক্তিধারার চর্চা এবং বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে গবেষণাকে দূরে সরিয়ে ক্রমাগত প্রয়োগ নির্ভর বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহদানের ফলে আজ এই পরিণতি হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। সেই কারণে বিজ্ঞান এখন জনসংযোগহীন, গবেষণাগারের চার দেওয়ালে গন্ডিবদ্ধ কিছু বিশেষজ্ঞ পেশাগত চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান গবেষণা আজ সমাজের কতিপয় মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষে পরিচালিত হয়ে চলেছে। আপামর মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও চিন্তার বিকাশের উদ্যেশ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার আজ বাধাপ্রাপ্ত। আর এই সুযোগে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার আজ বাধাপ্রাপ্ত। আর এই সুযোগে হীনস্বার্থে ক্রমশ বিস্তার ঘটানো হচ্ছে মধ্যযুগীয় তমসাচ্ছন্ন অবৈজ্ঞানিক ভাবনা ধারনার। এই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মত কুলীন মঞ্চও।

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি তার পথ চলার শুরু থেকেই ছাত্রছাত্রী সহ আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী। বিজ্ঞানচর্চাকে চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে এনে জনপ্রিয় করা, জীবনে ও চিন্তায় তার প্রয়োগ ঘটিয়ে সত্যানুসন্ধানী মন গড়ে তোলার উদ্যেশ্যে নানাবিধ কর্মসূচী পালন করে চলেছে। এই লক্ষ্যে আমরা দেশব্যাপী 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' পালন করছি "Make India Scientifically Literate" স্লোগানকে সামনে রেখে। এই কর্মসূচীতে সেমিনার, বিতর্ক সভা, স্লাইড শো, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী, পদযাত্রা, ব্যাজ পরিধান, শপথ বাক্য পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করার আহ্বান করছি। 'ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স'-এ অংশগ্রহণ করা দেশের হাজার হাজার বিজ্ঞানী, গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক এই কর্মসূচীতে সামিল হচ্ছেন। আপনাকেও এজাতীয় কর্মসূচী গ্রহণের আবেদন জানাই। প্রয়োজনে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক সদস্যবৃন্দ সাধ্যমত সাহায্য করবে।

আসুন, আমরা সমবেতভাবে বিজ্ঞান মনস্ক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথী হই।

ধন্যবাদান্তে-

ডঃ নীলেশ মাইতি

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ শাখা

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমার শপথ

"আজ ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমি শপথ করছি যে, আমি আমার ব্যবহারিক জীবনে ও চিন্তা-ভাবনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক দায়িত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হতে চেষ্টা করব। চারপাশের মানুষজন, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদেরও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করব। বিজ্ঞানের নামে যে কোন ধরনের ধর্মীয় অন্ধতা ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রসারের লক্ষ্যে গড়ে তোলা সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরব।"

OATH

"On the National Science Day, I take pledge to be guided by scientific outlook and social responsibility. I shall try to inspire others around me, relatives and friends to be free of unscientific beliefs and superstitions. I shall oppose the spread of pseudo-science, false claims and religious bigotry all possible ways. I shall always uphold the banner of struggle of great renaissance personalities like Rammohan and Vidyasagar for spreading scientific temper and modern outlook based on truth."

Science for Man **Science for Society** **Science in Thinking**

BREAKTHROUGH SCIENCE SOCIETY

(A Voluntary Organization Committed to the cause of Science, Culture and Scientific Outlook)

8A, Creek Row, Kolkata - 700014, WB

Contact: (033) 2264-0563/ 9477514644/ 8902388578

Email: breakthrough@ieee.org Website: www.Breakthrough-India.org

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে অফিস সম্পাদক ডঃ শরিফা খাতুন কর্তৃক ৮এ ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত।